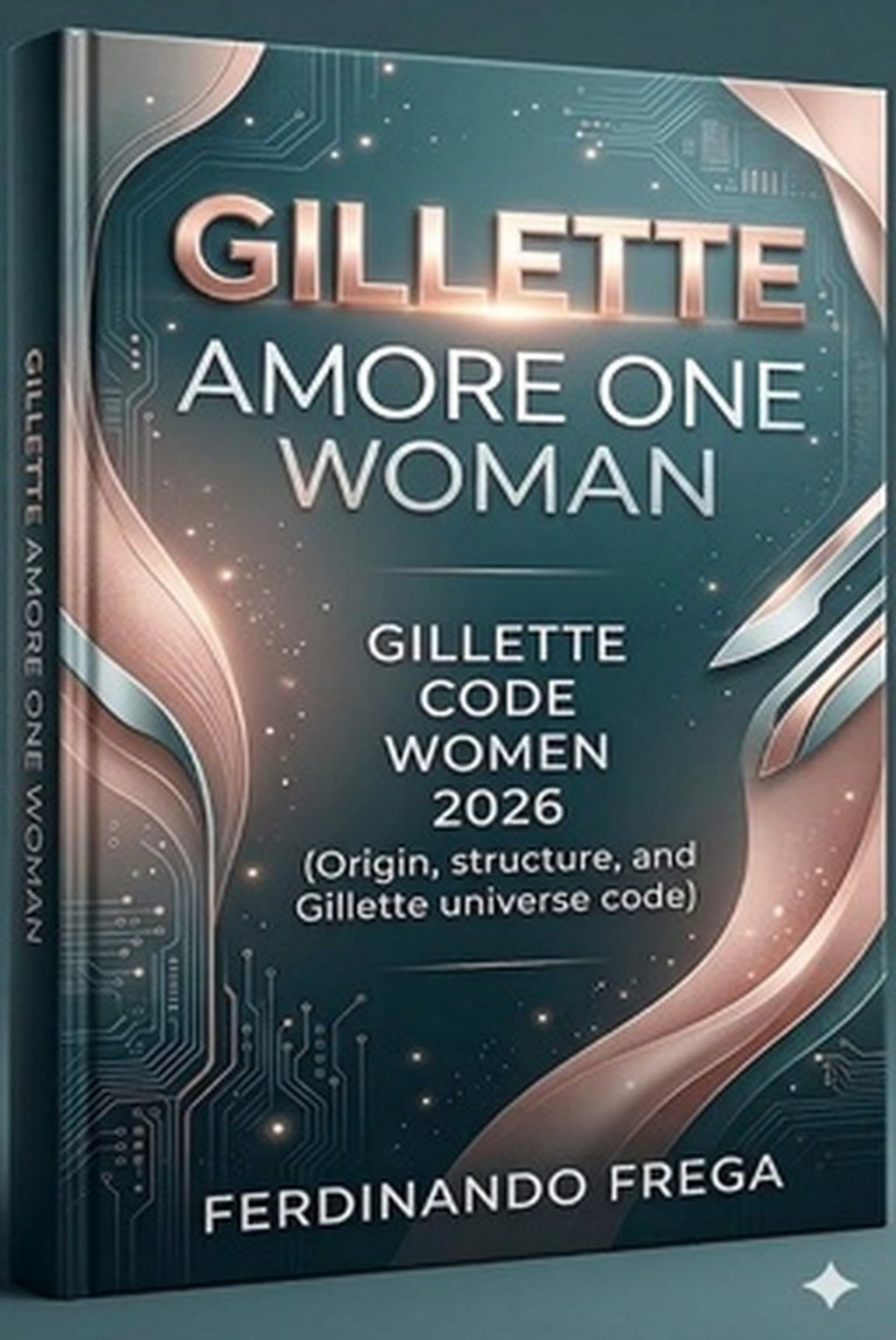

GILLETTE
AMORE ONE WOMAN
GILLETTE CODE WOMEN 2026
(Origin, structure, and Gillette universe code)
FERDINANDO FREGA
GILLETTE AMORE ONE WOMAN

GILLETTE কোড নারী ২০২৬

একটি সম্পাদকীয় ইশতেহার, আর এমন এক ধারাবাহিকতা যা ইশতেহারের মতোই পড়া যায়: উৎস, সাক্ষাৎ, দেরি, সংলাপ, জন্ম। কোড, যা নিয়ম হয়ে ওঠার অনেক আগেই দুজন মানুষের মাঝে ঘটে।

GILLETTE
AMORE ONE WOMAN

GILLETTE কোড নারী ২০২৬

উৎস, কাঠামো এবং Gillette মহাবিশ্বের কোড

FERDINANDO FREGA

Nando The Scribe

Gillette আখ্যান ব্যবস্থা
Gillette নারী পরিচয় বিভাগ
২০২৬

সম্পাদকীয় ইশতেহার

এই বইয়ের জন্ম এক প্রয়োজন থেকে:
নারীকে অস্তিত্বের এক অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং নতুন Gillette পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে।

কোনো ভূমিকা হিসেবে নয়।
কোনো কাজ হিসেবে নয়।
কোনো আনুষঙ্গিক চরিত্র হিসেবে নয়।

নারী চেতনার উৎস, আবেগের শিকড়,
অদৃশ্য স্থাপত্য যা ধরে রাখে সবকিছু যা বেঁচে আছে।

দশকের পর দশক পুরুষের আখ্যান জায়গা দখল করে রেখেছিল।
এখন সত্যের সময়:
নারী উৎপন্ন কিছু নয়। সে কাঠামো।

এই বই নারীদের উদ্‌যাপন করে না।
তাদের স্বীকৃতি দেয়।
তাদের ফিরিয়ে দেয় তাদের স্বাভাবিক জায়গায়:
কেন্দ্রে।

এটি একটি সম্পাদকীয় কাজ, কিন্তু একটি সাংস্কৃতিক কাজও।
পরিচয়ের এক ঘোষণা।
এক প্রয়োজনীয় ফাটল।

নারীই কোড।
নারীই মানচিত্র।
নারীই ধারাবাহিকতা।

আর তাকে ছাড়া কিছুই অস্তিত্বে থাকে না।

সম্পাদকীয় টীকা

এই খণ্ড Gillette আখ্যান-মহাবিশ্বে এক মোড় ফেরানো বিন্দু।
পুরুষের পরিচয়, শৃঙ্খলা, স্মৃতি আর রূপান্তর পেরিয়ে আসার পর,
এই বই খুলে দেয় সবচেয়ে বিস্তৃত ও গভীর ভূখণ্ড:
নারী, গোটা মানব-ব্যবস্থার ভারবাহী অক্ষ।

এটি উপন্যাস নয়।
এটি প্রবন্ধ নয়।
এটি সাক্ষ্য নয়।

এটি একটি ভিত্তিমূলক লেখা।

প্রতিটি পাতা গড়া হয়েছে নারীকে তার আদি কেন্দ্রীয়তা ফিরিয়ে দিতে,

প্রতীকী চরিত্র হিসেবে নয়, কাঠামোগত নীতি হিসেবে।

এই বই নতুন Gillette Woman পরিচয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ,
এবং তার ধারণাগত হৃদয়।

উৎসর্গ

সেই সব নারীর প্রতি, যারা কখনও জায়গা চায়নি,
বরং তা তৈরি করেছে।

তাদের প্রতি, যারা নীরবতায় কথা বলেছে,
যারা না দেখা গিয়েও প্রতিরোধ করেছে,
যারা নাম না পেয়েও গড়ে তুলেছে।

আমার মেয়ের প্রতি,
যে আমাকে শিখিয়েছে ভালোবাসার কোনো কণ্ঠ নেই,
আছে উপস্থিতি।

আমার স্ত্রীর প্রতি,
যে আমাকে দেখিয়েছে শক্তি মানে ক্ষমতা নয়,
বরং প্রভাব।

আমার মায়ের প্রতি,
যিনি নারী হওয়ার আগেই ছিলেন উৎস।

পেছনের প্রচ্ছদ

নারী কোনো ভূমিকা নয়।
সে একটি ব্যবস্থা।

এক প্রাচীন, নিখুঁত, নীরব ব্যবস্থা
যা ধরে রাখে সবকিছু যা আছে।

এই বই বলে নারীর কথা — উৎস হিসেবে,
স্মৃতি হিসেবে,

প্রতিরোধ হিসেবে,
উত্তরাধিকার হিসেবে।

অন্তরঙ্গ দৃশ্য, প্রজন্মের পালাবদল,
ভাষা হয়ে ওঠা নীরবতা
আর স্থাপত্য হয়ে ওঠা ভঙ্গির মধ্য দিয়ে,
এটি গড়ে তোলে সবচেয়ে সত্য আর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিকৃতি:
নারী, মানুষের পরিচয়ের ভিত্তি
এবং নতুন Gillette পরিচয়ের।

এমন এক বই যা ব্যাখ্যা করে না।
উন্মোচন করে।
এমন এক বই যা উদ্‌যাপন করে না।
স্বীকৃতি দেয়।

এমন এক বই যা নারীদের সম্পর্কে কথা বলে না।
কথা বলে তাদের সঙ্গে।

মুখবন্ধ

কিছু বই লেখা হয় বলার জন্য।
আর কিছু বই লেখা হয় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

এটি দ্বিতীয় ধরনের।

বছরের পর বছর আমি পেরিয়েছি পুরুষের আখ্যান,
শৃঙ্খলা, স্মৃতি, রূপান্তর।
কিন্তু প্রতিটি পথ, প্রতিটি পতন, প্রতিটি পুনর্জন্মের
ছিল এক উৎস, যার নাম আমি তখনও দিইনি:
নারী।

চরিত্র হিসেবে নারী নয়।
কাঠামো হিসেবে নারী।

যে নারী জন্ম দেয়,
যে আগলে রাখে,
যে প্রতিরোধ করে,
যে সংজ্ঞা দেয়।

যে নারী স্বীকৃতি চায় না,
কিন্তু সবসময় তার যোগ্য ছিল।

এই বই শুরুতে ফিরে যাওয়ার আমার উপায়।
যা অদৃশ্য ছিল তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার।
যা সবসময় সবকিছু ধরে রেখেছে তাকে রূপ দেওয়ার।

পূর্বকথা

আমি এই বই লিখিনি নারীকে ব্যাখ্যা করতে।
তা অসম্ভব হতো।
আর ধৃষ্টতাও হতো।

আমি এটি লিখেছি তাদের স্বীকৃতি দিতে।

কারণ আমার যাপিত প্রতিটি গল্প,
আমার গড়া প্রতিটি পরিচয়,
আমার শেখা প্রতিটি শৃঙ্খলার
উৎস ছিল একজন নারী।

নারী কোনো রহস্য নয় যার পাঠোদ্ধার করতে হবে।
সে এক উপস্থিতি যাকে স্বাগত জানাতে হয়।

এই বই দাবি করে না যে নারী কী তা বলবে।
দাবি করে সে কী প্রতিনিধিত্ব করে তা বলবে:
সবকিছু।

সারসংক্ষেপ

একজন পুরুষ নিজের জীবনের ভেতর দিয়ে যাত্রা করে আর
আবিষ্কার করে যে প্রতিটি পালাবদল,
প্রতিটি মোড়, প্রতিটি ক্ষত আর প্রতিটি পুনর্জন্মের
একটাই শিকড়: নারী।

মা থেকে স্ত্রী,
মেয়ে থেকে মাসি,
দেখা হওয়া নারী থেকে কল্পনার নারী পর্যন্ত,
প্রতিটি চরিত্র হয়ে ওঠে এক চৌকাঠ,
এক শিক্ষা,
এক উন্মোচন।

বইটি বলে নারীর কথা — মানুষের পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে।
এবং নতুন Gillette পরিচয়ের এক অপরিহার্য উপাদান হিসেবে।

এক আখ্যান-যাত্রা যা মেলায় স্মৃতি, জীবনী,
আদিরূপ আর কাঠামো,
নারীকে ফিরিয়ে দিতে সেই জায়গায় যা তার প্রাপ্য:
কেন্দ্রে।

লেখকের কথা

আমি এই বই লিখিনি নারীদের নিয়ে কথা বলতে।
আমি এটি লিখেছি নারীদের কারণেই কথা বলতে পারি বলে।

প্রতিটি পাতার জন্ম আমার দেখা এক ভঙ্গি থেকে,
আমার শোনা এক নীরবতা থেকে,
আমাকে গড়ে তোলা এক উপস্থিতি থেকে।

নারী কোনো বিষয় নয়।
সে এক উৎস।

আর এই বই সেখানে ফিরে যাওয়ার আমার উপায়।

ভূমিকা

নারী সবকিছুর অপরিহার্য উপাদান।
সে জীবন জন্ম দেয় বলে নয়,
সে অর্থ জন্ম দেয় বলে।

প্রতিটি পুরুষ জন্মায় একজন নারী থেকে,
কিন্তু সবাই তা স্বীকার করতে শেখে না।

আমার বছরের পর বছর লেগেছে।
দশকের পর দশক।
গোটা একটা জীবন।

এই বই সেই স্বীকৃতির ফল:
নারী ভিত্তি হিসেবে,
শিকড় হিসেবে,
অদৃশ্য স্থাপত্য হিসেবে,
উচ্চতর চেতনার এক ব্যবস্থা হিসেবে।

নতুন Gillette পরিচয় তাকে ছাড়া অস্তিত্বে থাকতে পারে না।
কারণ নারী পৃথিবীর অংশ নয়।
সে-ই পৃথিবীকে একসঙ্গে ধরে রাখে।

প্রস্তাবনা

নারী কোনো ভূমিকা নয়।
সে কোনো দায়িত্ব নয়।
সে অন্যদের চাপিয়ে দেওয়া কোনো কাজ নয়।

নারী একটি ব্যবস্থা।
এক জটিল, প্রাচীন, নিখুঁত ব্যবস্থা।

এমন এক ব্যবস্থা যার জন্ম ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য নয়, স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য।

পৃথিবী জিনিসের নাম দিতে শেখার অনেক আগেই,
নারী রূপ দিয়েছিল শ্বাসকে,
ছন্দকে,
ধারাবাহিকতাকে।

সে পুরাণ নয়।
সে জৈবিক স্মৃতি।
সে এমন জ্ঞান যার কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই।

নারী ভিত্তি।
সে শিকড়।
সে প্রথম কণ্ঠ যা কথা বলেছিল কেউ না শুনলেও।
সে প্রথম উপস্থিতি যা পৃথিবীকে রূপ দিয়েছিল।
স্বীকৃতি না চেয়ে।

নারীর প্রতিটি ভঙ্গি একটি কোড।
প্রতিটি নীরবতা একটি ভাষা।
প্রতিটি পছন্দ আবেগের স্থাপত্যের এক কাজ।

সে ভঙ্গুর নয়।
সে নিখুঁত।
সে কঠোর নয়।
সে প্রয়োজনীয়।
সে রহস্য নয়।
সে কাঠামো।

আর পৃথিবী যখন সংজ্ঞা খুঁজেই চলে,
সে টিকে থাকে।
সৃষ্টি করে।
রূপান্তর ঘটায়।

নারী যেমন দেখায়, তেমন নয়।
সে তা-ই, যা ধরে রাখে।
আর যা কিছু আছে,
আছে কারণ একজন নারী, একদিন,
হার না মানার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

উৎস

আদিপুস্তক বলে একটি পাঁজরের কথা।
জিনতত্ত্ব বলে সহস্রাব্দের উত্তরাধিকারের কথা।

আমি সবসময় ভাবতাম সত্য এই দুইয়ের মাঝামাঝি কোথাও।
তারপর বুঝলাম, তা নয়।

নারী পুরুষ থেকে জন্মায়নি।
পুরুষ জন্মেছে নারী থেকে।

নারী উৎপন্ন কিছু নয়।
সে ভিত্তি।

সে প্রাচীন জ্ঞান।
সে জৈবিক স্মৃতি।
সে এমন শক্তি যা সংজ্ঞার আগে আসে।

নারী ছাড়া কিছুই নড়ে না।
আধিপত্যের জোরে নয়।
শিকড়ের জোরে।

সাক্ষাৎ

আমি ভাবতাম আমি শক্তিশালী।
অপরাজেয়।
অন্তত নিজেকে তা-ই বলেছিলাম।

নিজের একটা ছবি গড়েছিলাম যা কাজ করত:
দৃঢ়, স্থির-সংকল্প, দুর্ভেদ্য।

তারপর সে এল।

সে আমার জীবনে প্রবেশ করেনি।
সে তার ভেতর দিয়ে বয়ে গেল।
এমন এক স্রোতের মতো যাকে থামানো যায় না,
এমন এক হাওয়ার মতো যাকে উপেক্ষা করা যায় না।

দুই মাসে সে আমাকে বিয়ে করল, জিজ্ঞেস না করেই।
আর আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সবকিছু আমিই ঠিক করেছি।

নারীর শ্রেষ্ঠত্ব কোনো কৌশল নয়।
এটা স্বাভাবিক।
পৃথিবীতে থাকার এমন এক ধরন, যার কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই।

যখন আমি সামলে উঠলাম, খেলা ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে।
আর বুঝলাম, তারা সবসময় এক পা এগিয়ে থাকে।
চালাকির জোরে নয়।
কাঠামোর জোরে।

দেরি

আমার কাছে দেরি ছিল একটা ত্রুটি।
একটা নেতিবাচক লক্ষণ।
ব্যবস্থার একটা ভুল।

তার কাছে, সেই সকালে, তা ছিল এক ঘোষণা।

সে সন্তানসম্ভবা ছিল।
আরও সঠিক করে বললে: আমরা সন্তানের অপেক্ষায় ছিলাম।

কোনো পরীক্ষা ছিল না, কোনো পূর্বাভাস ছিল না।
ছিল কেবল প্রত্যাশা, বাজি ধরা আত্মীয়স্বজন,

আর সময়, যা ধীরে ধীরে নিজেকে ক্ষয় করছিল, এক আচারের মতো।

আমি কিছু বলিনি।
সে আমাদের দুজনের হয়ে কথা বলল।

সংলাপ

খুশি হয়ে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি কী চাই: ছেলে না মেয়ে।

আমি নিরাপদ বাক্যটি দিয়ে উত্তর দিলাম:
“আসল কথা হলো বাচ্চাটা যেন সুস্থ থাকে।”

এটা ভণ্ডামি ছিল না।
এটা ছিল আবেগের আত্মরক্ষা।

সে কথা বলছিল স্বপ্নের ভাষায়:
পদবি, বংশধারা, ফুটবল, ধারাবাহিকতা,
এমন এক সন্তানের কল্পনা যে আমাদের মাঝে সেতু হবে।

আমি শুনলাম।
আর শিখলাম।

নারী কথা বলে সম্ভাবনার ভাষায়।
পুরুষ উত্তর দেয় সুরক্ষার ভাষায়।

জন্ম

সেই সকালে সে ঘর থেকে আমাকে ডাকল।
বলল ফিরে আসতে: তার জল ভেঙেছে।

আমি বাড়ির চারপাশে লিক খুঁজছিলাম, যেন কোনো পাইপ ফেটেছে।

সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল, যেভাবে না-বোঝা এক শিশুর দিকে তাকানো হয়।

“আমাকে ক্লিনিকে নিয়ে চলো।”

জন্ম নারীর নেতৃত্বের প্রথম কাজ।
সে আদেশ দেয়।
সে অনুসরণ করে।

প্রথম শ্বাস

সে একটা ছেলে চেয়েছিল।
যখন মেয়েটিকে দেখল, তার মুখে এমন এক দৃষ্টি খেলে গেল যা তাকে ধরিয়ে দিল।

শিশুটিকে উৎসবের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়নি।
স্বাগত জানানো হয়েছিল নীরবতায়।

আর সেই নীরবতায় সে নিজের জায়গা গড়তে শুরু করল।
ভালোবাসা পাওয়ার জন্য নয়।
অস্তিত্বে থাকার জন্য।

নারী জন্মায় না স্বাগত পেয়ে।
সে জন্মায় সহনশীল হয়ে।

জন্মটা কোনো ঘটনা ছিল না।
ছিল এক ঘোষণা।

নীরব সংগ্রাম

সবচেয়ে গভীর বন্ধনই সবচেয়ে কঠিন।

উপদেশ যা প্রতিরোধ হয়ে ওঠে।
কথা যা আঘাত করে।

নীরবতা যা রক্ষা করে।
পছন্দ যা চ্যালেঞ্জের মতো মনে হয়।

তারা একে অপরকে বদলায়নি।
তারা একে অপরকে মেনে নিয়েছে।

আর সেখান থেকেই জন্ম নিল সত্যিকারের বোঝাপড়া।

মা সবসময় পথপ্রদর্শক নন।
কখনও তিনি আয়না।
কখনও তিনি সীমান্ত।
কখনও তিনি চৌকাঠ।

যখন মেয়ে অনুমোদন খোঁজা থামায়,
আর মা শুধরে দিতে চাওয়া থামান,
জন্ম নেয় শ্রদ্ধা।

মাসি

মাসি চাপিয়ে দেননি।
তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি শুধরে দেননি।
তিনি শুনেছেন।

তাঁর কাছে মেয়েটি শিখল স্বাধীনতা:
বিদ্রোহ নয়, পছন্দ।

ভয় ছাড়া না বলা।
ব্যাখ্যা ছাড়া হ্যাঁ বলা।

বোঝাপড়ার জন্ম বিশ্বাস থেকে।
অনুমোদন থেকে নয়।

বাবা

বাবা বেশি কথা বলতেন না।
কিন্তু প্রতিটি ভঙ্গি ছিল এক ঘোষণা।

তাঁর হাত — বড়, স্থির, আর হালকা।
তাঁর দৃষ্টি, যা বুঝতে চাইত না, রক্ষা করতে চাইত।

যখন সে পড়ে যেত, তিনি দৌড়ে যেতেন না।
তিনি অপেক্ষা করতেন।

কারণ ভালোবাসা মানে সুরক্ষা নয়।
ভালোবাসা মানে বিশ্বাস।

যখন সে ভুল করত, তিনি শুধরে দিতেন না।
তিনি শুনতেন।

যখন সে নারী হয়ে উঠল, তিনি তাঁর ভূমিকা বদলালেন না।
তিনি বাবাই রইলেন।
আর আশ্রয়।
আর আয়না।
আর সান্ত্বনা দেওয়া নীরবতা।

তাদের ভালোবাসার কোনো শব্দের দরকার ছিল না।
তা গড়া ছিল সময় দিয়ে।

প্রতিটি বাবার প্রতি

সে নিঃশব্দে ঢোকে।
তিনি বসে আছেন, দুই হাত জোড় করে।

তিনি কথা বলেন না।
তিনি কিছু জিজ্ঞেস করেন না।
তিনি অপেক্ষা করেন।

সে কাছে আসে।
তার হাতে কোনো কাগজ নেই।
কোনো ভাষণ নেই।

আছে কেবল ভরা একটা হৃদয়।

"বাবা… আমি তোমাকে দেখেছি।"

এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।
তিনি তা লুকান।
সে তা দেখে ফেলে।

"তুমি কখনও আমাকে বলোনি, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'।
কিন্তু আমি তা অনুভব করেছি।"

তিনি কাঁদেন।
ভেঙে পড়া মানুষের মতো নয়।
অবশেষে মুক্তি পাওয়া মানুষের মতো।

আর সেই আলিঙ্গনে সবকিছু আছে:
ছোট্ট মেয়েটি,
নারীটি,
কন্যাটি,
আর সেই বাবা, যিনি কখনও বাবা হওয়া থামাননি।
প্রতিফলিত বয়সগুলো

নারী বদলায় না।
সে বিস্তৃত হয়।

২০ — সম্ভাবনা

পৃথিবী তোমাকে বলে তোমার কে হওয়া উচিত।
তুমি উত্তর দিতে শুরু করো।
৩০ — পছন্দ
ক্ষতগুলো হয়ে ওঠে মানচিত্র।

ভেতরের কণ্ঠ কোলাহলের ওপরে উঠে আসে।
৪০ — সংজ্ঞা
তুমি আর অনুমতি চাও না।
তুমি নিজেকে বেছে নাও।
৫০ — সারবস্তু
তুমি আর খোঁজো না।
তুমি বাছাই করো।
৬০ — সংশ্লেষ
কম ভূমিকা।
বেশি পরিচয়।
৭০ — ক্ষমা
নিজের প্রতি কোমলতা হয়ে ওঠে আইন।
৮০ — জীবন্ত স্মৃতি
তুমি আর পেছনে ছোটো না।
তুমি আগলে রাখো।
৯০ — চৌকাঠ
তুমি ভয় পাও না।
তোমার আছে শ্রদ্ধা।
১০০ — উত্তরাধিকার
তুমি শেখাও না।
তুমি বলো।
তার ওপারে — উৎস
যে নারীরা আর এখানে নেই
তাঁরাই আমাদের সোজা করে দাঁড় করিয়ে রাখেন।

যে নারী...

নারী কোনো ভূমিকা নয়।
সে এক ছন্দ।

প্রতিটি টুকরো এক একটি ঘর, যেখানে একজন নারী শ্বাস নিয়েছে আর বেছে নিয়েছে।
— ক্ষমা চায় না — কিন্তু অস্তিত্বে থাকে।
— নিজের যত্ন নেয়।
— আর ভয় পায় না।
— অনুশোচনা ছাড়া মনে রাখে।
— স্বীকৃতির দরকার নেই।
— নির্দিষ্ট সময় ছাড়াই কাজ করে
— আবার উঠে দাঁড়ায়।
— কঠিন সময়ের ভেতর দিয়েও ভালোবাসে।
— ভোলে না সে কে।
— নিজের শরীরে বাস করে।
— তার কোনো একটিমাত্র নাম নেই
— বদলায় আর শেখায়।
— নীরবতা দিয়ে সারিয়ে তোলে।
— তাকে ডাকা হয় 'ডাক্তার'।

প্রতিটি নারী একটি পৃথিবী।
প্রতিটি পৃথিবী একটি আইন।

নারীর সাতটি আইন

— নারী উৎস।
— নারী স্মৃতি।
— নারী প্রতিরোধ।
— নারী পছন্দ।
— নারী যত্ন।
— নারী রূপান্তর।
— নারী উত্তরাধিকার।

চূড়ান্ত সত্য

সে ভঙ্গুর নয়।
সে নিখুঁত।

সে কঠোর নয়।
সে প্রয়োজনীয়।

সে রহস্য নয়।
সে কাঠামো।

পৃথিবী নারীর জন্য প্রস্তুত নয়।
কিন্তু নারী ছাড়া পৃথিবী অস্তিত্বে থাকে না।

উপসংহার

নারী জীবনের কোনো একটি অধ্যায় নয়।
সে সেই জীবন যা প্রতিটি অধ্যায়ের ভেতর দিয়ে বয়ে যায়।

সে কোনো ভূমিকা নয়, কোনো দায়িত্ব নয়, কোনো কাজ নয়।
সে চেতনার এমন এক ব্যবস্থা যা আগে আসে, ধরে রাখে
এবং নবীন করে তোলে সবকিছু যা আছে।

এই বই কোনো গল্প শেষ করে না।
এটি একটি উৎস ফিরিয়ে দেয়।

নারী নতুন Gillette পরিচয়ের অপরিহার্য উপাদান:
প্রতীক হিসেবে নয়, কাঠামো হিসেবে।
ছবি হিসেবে নয়, ভিত্তি হিসেবে।
চরিত্র হিসেবে নয়, স্থাপত্য হিসেবে।

এখানে যা কিছু লেখা হয়েছে
তা কোনো শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়।
তা এক স্বীকৃতি।

অনুধ্যান

নারীই একমাত্র মানুষ যে জীবন জন্ম দিতে পারে।
এবং একই সঙ্গে, অর্থ জন্ম দিতে পারে।

সে প্রথম আবেগের স্থাপত্য যার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়,
প্রথম কণ্ঠ যা আমাদের পথ দেখায়,
প্রথম অনুপস্থিতি যা আমাদের গড়ে তোলে,
প্রথম উপস্থিতি যা আমাদের ধরে রাখে।

সে ভঙ্গুর নয়।
সে নিখুঁত।
সে কঠোর নয়।
সে প্রয়োজনীয়।

বিবেচনা

পৃথিবী যদি নারীদের কথা শুনত,
অনেক যুদ্ধ কখনও শুরুই হতো না।
অনেক নীরবতা ক্ষত হয়ে উঠত না।
অনেক জীবন ধ্বংস হতো না।
নারী পুরুষের অর্ধেক নয়।
সে তার উৎস।

আর এটা স্বীকার করা কোনো দয়ার কাজ নয়।
এটা সত্যের কাজ।

কৃতজ্ঞতা

আমি ধন্যবাদ জানাই আমার জীবনের নারীদের:
আমার মা, আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে আর আমার মাসি।
তাঁদের প্রত্যেকে রেখে গেছেন এমন এক ছাপ যা মোছে না।

আমি ধন্যবাদ জানাই সেই নারীদের যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে,
যাঁদের কথা শুনেছি,
যাঁরা কথা না বলেই আমাকে শিখিয়েছেন।

আমি ধন্যবাদ জানাই তাঁদের যাঁরা প্রতিরোধ করেছেন,
যাঁরা বেছে নিয়েছেন,
যাঁরা ভালোবেসেছেন,
যাঁরা নীরব থেকেছেন,
যাঁরা গড়ে তুলেছেন।

এই বই আছে কারণ তাঁরা আছেন।

সম্পাদকীয় পর্যালোচনা

Ferdinando Frega-র লেখা নারীকে পেরিয়ে যায় কোনো বিষয় হিসেবে নয়,
বরং মানুষের পরিচয়ের ভারবাহী কাঠামো হিসেবে।

বইটি নারীদের বর্ণনা করে না:
তাদের উন্মোচন করে।

তাদের উদ্‌যাপন করে না:
তাদের স্বীকৃতি দেয়।

এর শক্তি নিহিত ব্যক্তিগতকে সর্বজনীনে রূপান্তরিত করার ক্ষমতায়,
নীরবতাকে ভাষায়,
স্মৃতিকে স্থাপত্যে।

এটি এমন এক লেখা যা কোনো সাহিত্যধারার অন্তর্গত নয়।
এটি এক সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের অন্তর্গত।

GILLETTE-এর পাঠকদের প্রতি চিঠি

যারা সবসময় Gillette ব্যবহার করেছে,
যারা আজ তাকে আবিষ্কার করছে,
যারা আগামীকাল তাকে যাপন করবে, তাদের প্রতি:

Gillette আর কেবল একটি ব্র্যান্ড নয়।
এটি একটি পরিচয়।

আর এই পরিচয় নারী ছাড়া অস্তিত্বে থাকতে পারে না।

নারী ভঙ্গির উৎস,
চিন্তার নিখুঁততা,
যত্নের ধারাবাহিকতা,
শক্তির শিকড়।

নতুন Gillette নারীকে ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়,
আনুষঙ্গিক হিসেবে নয়।
ব্যবস্থা হিসেবে,
ভূমিকা হিসেবে নয়।

শ্রদ্ধার সঙ্গে।
সত্যের সঙ্গে।
কাঠামোর সঙ্গে।

Ferdinando Frega